দৈনিক
জনকণ্ঠ

বর্ষ ২২ সংখ্যা ১৫৫ ॥ ঢাকা ॥ সোমবার ১৩ শ্রাবণ ১৪২১ বঙ্গাব্দ ॥ ২৯ রমজান ১৪৩৫ হিজরী ॥ ২৮ জুলাই ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ ॥ পৃষ্ঠা ২০ ॥ মূল্য ১০ টাকা ॥
www.ejanakantha.info এবং
www.dailyjanakantha.com

বিবিএসের জরিপ

দেশে দারিদ্র্য কমে ২৫ দশমিক ৬ শতাংশ

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ দেশে দারিদ্র্যের হার কমে দাঁড়িয়েছে ২৫ দশমিক ৬ শতাংশে, যা ২০১০ সালে ছিল ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ। গত ৩০ জুন পর্যন্ত এক হিসেবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) সূত্র থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এ সময়ে চরম দারিদ্র্য হার ১৭ দশমিক ৬ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১২ দশমিক ৪ শতাংশে।

এ বিষয়ে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব নজিবুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ দারিদ্র্য নিরসনে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। এটি উঠে এসেছে হাউস হোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেনডিজার সার্ভেতে (হেইজ)। এই জরিপে খানার আয়-ব্যয়, ভোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত খানার ভোগ ব্যয় তথ্য ভোক্তার মূল্যসূচক এর ওয়েট নির্ণয়ে ব্যবহার করা হয় যা দেশের মূল্যস্ফীতি পরিমাপে সাহায্য করে এবং এ তথ্য ব্যয়ভিত্তিক মোট দেশজ উৎপাদন হিসেব নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) সূত্র জানায়, হেইজ ২০০০ সালের জরিপে দেখা গেছে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৮ দশমিক ৯ শতাংশ। ২০০৫ সালের জরিপে দেখা গেছে সেটি কমে দাঁড়িয়েছিল ৪০ শতাংশে। ২০১০ সালের জরিপের সেটি আরো কমে দাঁড়ায় ৩১ দশমিক ৫ *(২ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)*

শতাংশে। অবশেষে ২০১৩ ও ২০১৪ সালের জরিপের প্রাথমিক ফলাফলে দেশের দারিদ্র্যের হার ছিল ২৬ দশমিক ৪ শতাংশ। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সেটি হয়েছে ২৫ দশমিক ৬ শতাংশ।

অন্যদিকে চরম দারিদ্র্য-সীমার নিচে বসবাসকারীদের সংখ্যাও কমে এসছে। ২০০০ সাল থেকে ২০১৩-১৪ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে চরম দারিদ্র্যের হার হচ্ছে ৩৪ দশমিক ৩ শতাংশ, ২৫ দশমিক ১ শতাংশ, ১৭ দশমিক ৬ এবং, ২০১৩-১৪ সালে প্রাথমিক ফলাফলে ছিল ১৩ দশমিক ১ শতাংশ, যা চূড়ান্ত প্রতিবেদনে হয়েছে ১২ দশমিক ৪ শতাংশ।

সূত্র জানায়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ১৯৭৩-৭৪ সাল হতে খানার ব্যয় নির্ধারণের জন্য একটি জরিপ চালিয়ে আসছিল। ২০০০ সালে এ জরিপের প্রশ্নপত্রে অনলাইন মডিউল বিশদভাবে সংযোজন করা হয়, ফলে ২০০০ সাল হতে এ জরিপ 'হেইজ' নামে পরিচিতি লাভ করে। এ পর্যন্ত ১৫ বার এ জরিপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১০ সালে সর্বশেষ এ জরিপ অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে অনিয়মিত হলেও এ জরিপ ১৯৯৫ সাল হতে ৫ বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। পরবর্তী হেইজ ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত হবে।

হেইজ তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা দেশে ও আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ও সমাদৃত। বিশ্বব্যাংক ১৯৯৫ সাল থেকে এ জরিপ পরিচালনায় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা করে আসছে। একই সঙ্গে তারা ১৯৯৫ সাল থেকে জরিপের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ প্রভার্টি এ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট প্রণয়ন ও প্রকাশ করে আসছে। ২০১০ সালের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাংক ২০১৩ সালের ২০ জুন এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে।

প্রথম আলো

সোমবার, ২৮ জুলাই ২০১৪

দেশে এখন দারিদ্র্যের হার ২৫.৬%

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশে দারিদ্র্যের হার এখন ২৫ দশমিক ৬ শতাংশ। গত এক বছরে দেশে দারিদ্র্যের হার কমেছে দশমিক ৮ শতাংশ। পাশাপাশি অতি দারিদ্র্যের হার এখন ১২ দশমিক ৪ শতাংশ। এই হিসাব গত জুন মাস পর্যন্ত।

গতকাল রোববার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) দারিদ্র্য পরিস্থিতির সর্বশেষ এই তথ্য প্রকাশ করেছে। ২০১০ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপের ফলাফল ধরে এই প্রাক্কলন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সেই খানা জরিপ অনুযায়ী ২০১০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল সাড়ে ৩১ শতাংশ।

দেশের মানুষের আয়-ব্যয়, ভোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানসহ দারিদ্র্য পরিস্থিতির হালনাগাদ তথ্য প্রকাশের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করে থাকে বিবিএস। আর সেটা করে থাকে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর খানা আয় ও ব্যয় জরিপের মাধ্যমে।

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সর্বশেষ খানা জরিপটি হয়েছে ২০১০ সালে। তবে খানা ব্যয় জরিপের ফলাফল ধরে দুই বছর ধরে প্রতিবছরই দারিদ্র্যের হার প্রাক্কলনও শুরু করেছে বিবিএস। ২০১৫ সালে বিবিএসের পরবর্তী খানা ব্যয় জরিপ অনুষ্ঠিত হবে।

দারিদ্র্য হারের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, সব সরকারের আমলেই দারিদ্র্যবিমোচনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই অগ্রাধিকারটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। দারিদ্র্য হার হ্রাস কোনো একক সরকারের কৃতিত্ব নয়।

ড. হোসেন জিল্লুর ব্যাখ্যা করে বলেন, ২০১০ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ভিত্তি করে বিবিএস এই সর্বশেষ দারিদ্র্য হার প্রাক্কলন করেছে। ২০০৫ সালে থেকে পরবর্তী পাঁচ বছরে ১ দশমিক ৭ শতাংশ হারে দারিদ্র্য কমেছে। এখন সেই একই হারে দারিদ্র্য কমছে বলে বিবিএস প্রাক্কলন করেছে। আর ২০০৫ থেকে ২০১০ পর্যন্ত বিএনপি, তত্ত্বাবধায়ক ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন তিনটি সরকার ছিল। তাঁর মতে, চরম দারিদ্র্য নিরসনে কিছু কাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। এই দুর্বলতা কাটানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব নজিবুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রতিবছর বিভিন্ন বিভাগের বার্ষিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন তৈরি করে থাকে। এর অংশ হিসেবে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ দারিদ্র্য পরিস্থিতির হালনাগাদ তৈরি ও প্রকাশ করেছে। দুই বছর ধরেই দারিদ্র্য হারের তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে।

বিবিএসের সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্যে জানা গেছে, ৩০ জুন পর্যন্ত দেশের চরম বা হতদরিদ্রের হার কিছুটা কমে ১২ দশমিক ৪ শতাংশে নেমেছে। ২০১৩ সালের একই সময়ে এই হার ছিল ১৩ দশমিক ১ শতাংশ। আর ২০১০ সালের খানা ব্যয় জরিপে দেশের হতদরিদ্রের হার ছিল ১৭ দশমিক ৬ শতাংশ।

বিবিএসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দারিদ্র্যের হার কমানোর প্রবণতা ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। ২০০০ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৮ দশমিক ৯ শতাংশ। পরের পাঁচ বছরে ৮ দশমিক ৯ শতাংশ পয়েন্ট কমে ২০০৫ সালে দারিদ্র্যের হার দাঁড়িয়েছে ৪০ শতাংশে। আর ২০১০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল সাড়ে ৩১ শতাংশ। ২০০৫ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার কমানোর প্রবণতা আগের চেয়ে কিছুটা কমেছে। এই পাঁচ বছরে সাড়ে আট শতাংশ পয়েন্ট দারিদ্র্য কমেছে। আর সর্বশেষ চার বছরে (২০১০ থেকে ২০১৪) দারিদ্র্য কমেছে মাত্র ৫ দশমিক ৯ শতাংশ।

দারিদ্র্য পরিমাপে খাদ্য গ্রহণ বা প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সে অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি প্রতিদিন দুই হাজার ১২২ ক্যালরির কম খাদ্য গ্রহণ করলে দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। আর এক হাজার ৮০৫ ক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণ করলে তিনি চরম দরিদ্র। খাদ্য গ্রহণের পাশাপাশি মৌলিক চাহিদা ব্যয় (সিবিএন) পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে বিবিএস। এতে খাদ্য, শিক্ষা, বস্ত্রসহ মৌলিক ১১টি সুবিধা মানুষ কতটা পাচ্ছে, সেই হিসাবও করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার ১৩ শ্রাবণ ১৪২১
২৮ জুলাই ২০১৪

দেশে দারিদ্র্যের হার কমে ২৫ দশমিক ৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে

পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাক্কলন

আলাউদ্দিন চৌধুরী

বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার কমে চলতি বছর ২৫ দশমিক ৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে চরম দারিদ্র্যের হারও হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১২ দশমিক ৪ শতাংশে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ প্রাক্কলনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২০১০ সালের জরিপ অনুযায়ী ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত ২৫ দশমিক ৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে চরম দারিদ্র্যের হার ১৭ দশমিক ৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১২ দশমিক ৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব মো. নজিবুর রহমান বলেন, ২০০০ সালেও খানা আয়-ব্যয় জরিপ অনুযায়ী দেশের দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ছিলো ৪৮ দশমিক ৯ শতাংশ। অন্যদিকে চরম দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ছিলো ৩৪ দশমিক ৩ শতাংশ। ২০১০ সালের জরিপের পর চলতি বছর বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দারিদ্রের হার ২৫.৬ শতাংশ হয়েছে বলে বিবিএস প্রাক্কলন করা হয়েছে যা বিশেষজ্ঞ কমিটিতে গতকাল উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনটি জরিপের (২০০০, ২০০৫ ও ২০১০) দারিদ্র্য হারের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বাংলাদেশ সরকার সফলভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখছে। তিনি উল্লেখ করেন, দারিদ্র্য হ্রাসের এ ধারা অব্যাহত থাকলে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) ও নির্বাচনী ইশতেহারের প্রস্তাবিত মাইলফলক এবং রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।

The Financial Express

Monday, July 28, 2014

Significant progress made in poverty reduction : BBS

FE Report

Bangladesh has reduced its extreme poverty by 4.2 per cent and poverty by 5.9 per cent between 2010 and 2014 indicating significant progress in achieving the millennium development goal (MDG) of poverty reduction by 2015, said Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

In a statement issued recently, BBS said according to an analysis of the rate of poverty reduction based on Household Income and Expenditure Survey (HIES) 2000, 2005 and 2010, about 49 per cent of the population lived in poverty in 2000, which was reduced to 40 per cent in 2005, to 31.5 per cent in 2010 and to an estimated 25.6 per cent in June 2014.

On the other hand, more than 34 per cent people lived in extreme poverty which dropped to 25.1 per cent in 2005, to 17.6 per cent in 2010, to 13.1 per cent in 2013 and to an estimated 12.4 per cent in June 2014.

The rate of poverty reduction over the last four years was on an average 6.0 per cent which is the highest in the history of Bangladesh, experts said.

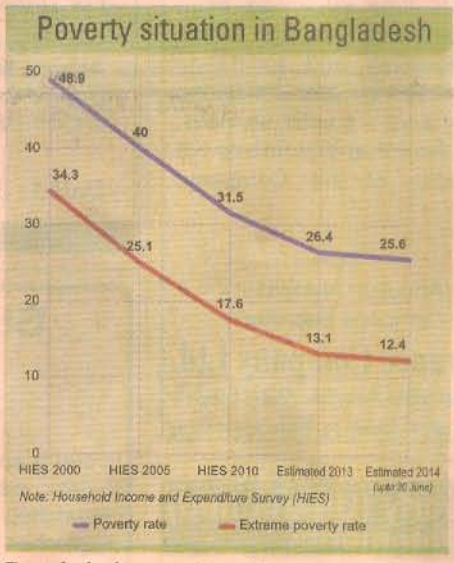

Terming the success in poverty reduction in Bangladesh a positive indicator, former

Continued to page 7 Col. 1

Continued from page 1 col. 4

adviser to caretaker government Hossain Zillur Rahman said the credit goes to all the successive governments from 2000 to present date.

"Three governments worked for poverty reduction during the said periods based on which BBS has analysed the poverty reduction trend. So no single government can claim the credit," he said.

He said Bangladesh is on track in achieving poverty reduction target but there are many other areas where the country will not be able to achieve the targets.

"I have reservation in BBS's projection on extreme poverty as it cannot be predicted by analysing poverty reduction trend. Besides, at the last hour of MDG, reduction of extreme poverty will be more difficult," Mr Zillur added.

World Bank lead economist Zahid Hussain told the FE Sunday that the country had an average 5.8 per cent GDP growth rate from 2000 until 2010 due to which about 16 million people came out of poverty within 10 years. After 2010, the GDP growth rate was more than 6.0 per cent on an average which must have had an impact on poverty.

"Besides GDP growth, the remittance flow and overall agricultural production increased which have accelerated the poverty reduction speed," said Mr Hussain.

He said HIES is done in every five years based on a household income and expenditure record keeping. There was an idea to conduct the HIES in every three years but it was not implemented, he added.

BBS used to carry out household expenditure survey (HES) since 1973-74. After 1995 it included expenditure module. BBS has conducted 15 such surveys with a five-year pause. The next HIES will be conducted in 2015.

Based on 2010 HIES, World Bank (WB) released Bangladesh Poverty Assessment Report on 20 June, 2013.